মেহেরপুরের নাসিমা আনিস পাচ্ছেন বাংলা একাডেমির কথাসাহিত্য পুরস্কার

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য আজ এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। জেলার কৃতি কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিস অর্জন করছেন দেশের অন্যতম সম্মানজনক স্বীকৃতি— বাংলা একাডেমি কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০২৫। এ অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং মেহেরপুরবাসীর জন্য এক অনন্য সম্মান ও আনন্দের উপলক্ষ।

নাসিমা আনিস মেহেরপুরের মুজিবনগরের ঐতিহ্যবাহী বল্লভপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হাবিব আনিসুর রহমানের সহধর্মিণী। পারিবারিকভাবেও তাঁদের সন্তানরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইতিপূর্বে মেহেরপুরের লেখক রফিকুর রশীদ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (শিশু সাহিত্যে) পান।

আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবক কমিটির সুপারিশ এবং পুরস্কার কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ এ পুরস্কার অনুমোদন করে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ প্রাপ্তরা হলেন- কবিতায় মোহন রায়হান; কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিস; প্রবন্ধ/গদ্যে সৈয়দ আজিজুল হক; শিশুসাহিত্যে হাসান হাফিজ; অনুবাদে আলী আহমদ; গবেষণায় মুস্তাফা মজিদ ও ইসরাইল খান; বিজ্ঞানে ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও মুক্তিযুদ্ধ মঈদুল হাসান।

কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিসের অবদান দীর্ঘদিনের। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজবাস্তবতা, মানবিক টানাপোড়েন, নারীর আত্মসংগ্রাম ও সময়চেতনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। “কাঞ্চনের জন্য ভালোবাসা”, “চন্দ্রভানুর পিনিস”, “বৃহন্নালা বৃত্তান্ত”, “সূর্য ওঠার সময়”, “কুয়াশা কুয়াশা ভোর”, “স্বপ্ন আমার বাঁচবো”, “মোহিনীর থান”, “কিডনির কারবার” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর গল্প “কয়লা নামে কোনো জায়গা নেই” সমকালীন সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকার ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর প্রেরণার উৎস ছিলেন।

এর আগে তিনি বাংলা একাডেমি প্রদত্ত ‘আবু রুশদ সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন (২০২৪), যা তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিকে আরও দৃঢ় করেছে। মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিসকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর সাহিত্যসাধনা আরও সমৃদ্ধ হোক, বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তাঁর কলমে হোক আরও আলোকিত—এই প্রত্যাশা রইল।

আজ সোমবার বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাহিত্য পুরস্কার-২০২৫ প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। নাসিমা হাসানসহ ৮ জন এবার বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার প্রদান করবেন।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ প্রাপ্তরা হলেন কবিতায় মোহন রায়হান; কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিস; প্রবন্ধ/গদ্যে সৈয়দ আজিজুল হক; শিশুসাহিত্যে হাসান হাফিজ; অনুবাদে আলী আহমদ; গবেষণায় মুস্তাফা মজিদ ও ইসরাইল খান; বিজ্ঞানে ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও মুক্তিযুদ্ধ মঈদুল হাসান।

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী

মেহেরপুরের রাফিজা আলম লাকি

ত্রয়োাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হয়েছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এলাকার উন্নয়ন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সকলের আন্তরিক দোয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জেলাবাসীর আস্থা, পরামর্শ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মেহেরপুরকে আরো সমৃদ্ধ ও এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা।

ছাত্র জীবন থেকেই জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত। সেন্ট্রাল ’ল’ কলেজে অধ্যয়ন কালেও তিনি আইন ছাত্র ফোরামের এর সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সালে আইন পেশায় যুক্ত হয়েও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য। ২০১১-১২ সালে ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৪-১৫ সালে সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে কমিটি সফলভাবে পরিচালনা করেন। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা কমিটি দক্ষভাবে গঠন করেন।

বিএনপি ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঘোষিত সকল আন্দোলনে মাঠ পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সুপ্রীম কোর্টের সামনে জলকামান ও লাল গরম পানির বাধা সত্বেও অংশ গ্রহণ করেন এবং দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে অন্যায় রায়ের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠি চার্জের মুখে রাস্তাায় নেমে আন্দোলন করেন। একদফা আন্দোলনে পুলিশের আঘাতে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন যার খোঁজখবর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নেন। জাসাসের মিছিল ও মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিবাদী গান পরিবেশন ও ব্যঙ্গ নাটকে অভিনয় করেন।

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসন থেকে দলীয় মনোনয়নের জন্য প্রার্থী ছিলেন। জেলা আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক ও তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং ৩১দফা প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রচারণায় সহযোগিতা এবং অন্যান্য মহিলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কার্যক্রম করেন।

তিনি স্পষ্টবাদী, বলিষ্ঠ ও আপোষহীন আইনজীবী। মামলা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে আইনের আলোকে দ্রুত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। দলের প্রতি তিনি নির্ভীক আনুগত্যশীল।

১৯৯৮ সাল থেকে আইন ছাত্র ফোরামের সদস্য, ২০০৬ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য এবং যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস), মহানগর উত্তর।

সংরক্ষিত নারী আসনে কেমন নারী দেখতে চাই দেশবাসী।

জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে শিক্ষিত, মার্জিত, নীতিবান, দক্ষ অভিজ্ঞ, নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন, সমাজ সংস্কারক, নারীর অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন। এক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকী যথেষ্ট যোগ্য বলে জনগণ মনে করেন।

গাংনীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে “আমাদের করণীয়” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী এই সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী পিএফজি অ্যাম্বাসিডর জুলফিকার আলী ভুট্টো।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যশোর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম। গাংনী পিএফজি সমন্বয়কারী রফিকুল ইসলাম বকুলের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টু, সভাপতি, কাথুলী ইউনিয়ন

বিএনপি ও সাবেক চেয়ারম্যান, কাথুলী ইউপি। মোঃ রেজাউল ইসলাম, ওয়ার্ড সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মোজাম্মেল হক, সভাপতি, সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক), গাংনী উপজেলা শাখা।

আবু সাদাত সায়েম পোল্টু, সাধারণ সম্পাদক, সুজন, গাংনী উপজেলা শাখা। আবজাল হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক গাংনী উপজেলা বিএনপি। আব্দুল বারী মাস্টার সাবেক প্রধান শিক্ষক শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আব্দুল ওহাব মাস্টার সহকারী শিক্ষক ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। লায়লা আরজুমান বানু সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর জেলা মহিলা দল। আব্দুল মালেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গাংনী উপজেলা বিএনপি। সাহেব আলী সেন্টু সভাপতি তারেক জিয়া প্রজন্ম দল, মেহেরপুর জেলা শাখা। সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সহনশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গুজব প্রতিরোধ এবং সব ধরনের সহিংসতা পরিহার করে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খোরশেদ আলম বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে সংলাপ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও যেকোনো বিরোধ নিরসনে পিএফজি সদস্যদের গঠনমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো

পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়ে নর্দমা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, উপজেলা সাবেক সেক্রেটারী মোঃ শফিকুল ইসলাম, পৌর বায়তুলমাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আবু সায়েম, পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারি রওশন মাহমুদ সাবেক কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনসহ জামায়াত ও শিবিরের প্রায় ৫০ জন নেতাকর্মী।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল আজিজ, মেডিকেল অফিসার ও সেবিকারাও উদ্যোগটিকে স্বাগত জানান।

নবনির্বাচিত এমপি নাজমুল হুদা বলেন, “আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শহর গড়ে তুলতেই এই অভিযান শুরু করেছি। এটি কোনো একদিনের কর্মসূচি নয়—নিয়মিতভাবেই এই কার্যক্রম চলবে।”

গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সোমবার গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এক সভার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য

অনুমোদন দেওয়া হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা: মোঃ রবিউল ইসলাম। সহ-সভাপতি মোঃ সালাউদ্দিন শাওন ও প্রফেসর মোঃ বেদারুল আলম। সাধারণ সম্পাদক মোঃ বশির আহমেদ। সহ-সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব মাহবাবুল বারী সাজু ও মোঃ বজলুর রহমান। সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, দপ্তর সম্পাদক প্রফেসর মহিবুর রহমান মিন্টু এবং কোষাধ্যক্ষ মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম।

এছাড়াও সদস্য হিসেবে রয়েছেন—ইলিয়াস হোসেন, আলী আজগর, ছাদ আলী, আ: হান্নান, ইউনুস আলী ও মাহবুল হক। সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান এলাকার ধর্মীয় কার্যক্রম, ঈদ জামাতের সুষ্ঠু আয়োজন এবং সার্বিক উন্নয়নে নবগঠিত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে ঈদগাহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কমিটির সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম বলেন, “সকলের সহযোগিতায় গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহকে একটি আদর্শ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।”

উল্লেখ্য, ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি আগামী তিন বছর দায়িত্ব পালন করবে।

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর তিন লাখ টাকার স্বর্ণ নিয়ে লাপাত্তা জ্বিনের বাদশা

‘জ্বিনের বাদশা’র কথায় বিশ্বাস করে তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা দিয়ে পিতলের মূর্তি পেলেন এক প্রবাসীর স্ত্রী। প্রায় দুই মাস মোবাইলে যোগাযোগের পর এমন প্রতারণার শিকার হন ওই নারী। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মালয়েশিয়া

প্রবাসী আশরাফুলের স্ত্রী লিলুফা খাতুনের সঙ্গে। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, দুই মাস আগে গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে তার মোবাইলে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ‘জ্বিনের বাদশা’ পরিচয় দেন। কল কেটে দিলে পরিবারের বড় ক্ষতি হবে বলে ভয় দেখিয়ে কল না কাটতে বলেন। তিনি বিভিন্ন দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পড়তে থাকেন এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে নিষেধ করেন।

পরদিন মধ্যরাতে আবার কল দিয়ে তাকে নিজের মেয়ে দাবি করেন এবং ধনসম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এভাবে প্রায় দুই মাস ধরে তার সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতে থাকেন।

গত শনিবার গভীর রাতে আবারও কল দিয়ে কথিত ‘জ্বিনের বাদশা’ বলেন, “তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাই। গাংনী বড় মসজিদের পেছনে একটি স্বর্ণের মূর্তি রাখা আছে। সেটি নিয়ে বাড়িতে গোপন জায়গায় রাখবে। বিনিময়ে তোমার বাড়িতে থাকা সব স্বর্ণের গহনা ওই স্থানে রেখে আসবে। পরদিন সকালে গহনাগুলো সেখান থেকে নিয়ে যাবে।”

তার নির্দেশনা অনুযায়ী লিলুফা খাতুন স্বর্ণের চেইন, দুল, চুড়িসহ বিভিন্ন গহনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মূর্তিটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন রোববার দুপুরে গহনা নিতে গিয়ে সেখানে কিছুই না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে কথিত ‘স্বর্ণের মূর্তি’টি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায়, সেটি পিতল/কাঁসার তৈরি। প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে উৎসুক জনতা মূর্তিটি দেখতে ভিড় করেন।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, “এটি একটি প্রতারক চক্রের কাজ। ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

পূণ্যভূমির শপথ ও প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূণ্যভূমি মুজিবনগর—এই নাম উচ্চারণ করলেই ইতিহাসের এক দীপ্ত অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ইতিহাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে ২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বল্লভপুরের সন্তান তাজউদ্দিন খান। দীর্ঘদিন ধরে এ আসনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি প্রার্থীরাই বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু এবার মানুষ ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক নয়; এটি প্রত্যাশার পরিবর্তন, আস্থার পরিবর্তন, আর এক অর্থে ক্ষোভেরও প্রকাশ।

‘তাজউদ্দিন’—নামের অর্থ ধর্মের মুকুট, আদর্শের শিরোমণি। নামের এই প্রতীকী ব্যঞ্জনা এখন এক কঠিন পরীক্ষার সামনে। কারণ মেহেরপুরের মানুষ বহুবার ইশতেহার শুনেছে, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দেখেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের ফল ততটা পায়নি। তাই নতুন এই অধ্যায় শুরু হয়েছে এক নীরব প্রশ্ন নিয়ে—এবার কি সত্যিই বদল আসবে?

মেহেরপুর কৃষিনির্ভর জেলা। এ অঞ্চলের মাটি উর্বর, মানুষ পরিশ্রমী। ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, আম—ফসলের বৈচিত্র্যে ভরপুর এই জনপদ। অথচ কৃষক আজও ন্যায্যমূল্য, সার-বীজের সহজ প্রাপ্তি এবং সেচের নিশ্চয়তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকে। নির্বাচনের আগে ঘোষণা ছিল—এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না; কৃষক দলীয় পরিচয়ে নয়, চাষের ভিত্তিতে সুবিধা পাবে। এই অঙ্গীকার যদি বাস্তবে রূপ পায়, তবে তা হবে মেহেরপুরের অর্থনীতির ভিত শক্ত করার প্রথম ধাপ। কৃষিকে ঘিরে যদি গড়ে ওঠে সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত শিল্প ও সহজ বাজারব্যবস্থা, তবে কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার খুলবে।

কিন্তু কৃষির পাশাপাশি আরেকটি অন্ধকার ছায়া আজ গ্রাস করছে জনপদকে—মাদক ও অনলাইন জুয়া। কত পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, কত তরুণ হারিয়েছে স্বপ্নের দিশা। মাদকমুক্ত ও জুয়ামুক্ত মেহেরপুর গড়ার প্রতিশ্রুতি কেবল প্রশাসনিক উদ্যোগে নয়, সামাজিক জাগরণেও বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রয়োজন কঠোরতা ও সহমর্মিতার সমন্বয়।

শিক্ষার উন্নয়ন নিয়েও উচ্চারণ করা হয়েছে আশাবাদী শব্দ। পাঠনির্ভর শিল্পায়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা—এসব যদি

বাস্তবায়িত হয়, তবে তরুণ প্রজন্মের হাতে কর্মসংস্থানের আলো জ্বলবে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে যদি যুক্ত হয় জ্ঞাননির্ভর উদ্যোগ, তবে মেহেরপুর হতে পারে এক সম্ভাবনার মডেল জেলা।

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি। গ্রামীণ সড়ক, বাজার অবকাঠামো ও সংরক্ষণাগার উন্নত না হলে কৃষকের ঘাম সঠিক মূল্য পাবে না। উন্নয়ন মানে কেবল ইট-পাথরের স্থাপনা নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব পরিবর্তন।

মুজিবনগরের মাটি ইতিহাসের সাক্ষী। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাই সাধারণ কোনো রাজনৈতিক উচ্চারণ নয়—এ এক নৈতিক অঙ্গীকার। নতুন এমপি হিসেবে তাজউদ্দিন খানের সামনে সুযোগ আছে প্রমাণ করার, পরিবর্তন কেবল স্লোগান নয়; এটি কর্মের ধারাবাহিকতা।

অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি তিনি দলীয় সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে কৃষক, শিক্ষার্থী, যুবক ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান, তবে এই বিজয় অর্থবহ হবে। অন্যথায় ইতিহাসের পূণ্যভূমিও নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে আরেকটি অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির।

মানুষ ভোট দিয়েছে আশা নিয়ে। এখন সময় সেই আশাকে বাস্তবের মাটিতে বপন করার।

মেহেরপুরে ইফতারি শেষ করে স্কুল শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে ইফতারি শেষ করার পর ১৫ বছর বয়সী রুবাইয়া খাতুন নামের এক স্কুল শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানে ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নিহত রুবাইয়া খাতুন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা

গ্রামের আবুল কালাম আজাদের মেয়ে এবং হাড়াভাঙ্গা ডিএইচএস সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে ইফতার ও মাগরিবের নামাজের পর তিনি আত্মহত্যা করেন।
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বামন্দী ক্লিনিকে নিয়ে যান।

পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. বিডি দাস জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রুবাইয়া খাতুনের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশব্যাপী “ইনকিলাব জিন্দাবাদ” প্রতিযোগিতার আয়োজন করলো মেহেরপুর ডিবেটিং ফোরাম

দেশব্যাপী তরুণদের সৃজনশীলতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তিভিত্তিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে “ইনকিলাব জিন্দাবাদ: জাতীয় জাগরণ প্রতিযোগিতা ২০২৬” আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার আয়োজকরা হলেন Meherpur Debate Forum (MDF) ও Gen-Z Debating Society (GDS)।

আয়োজকরা জানান, এটি শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং একটি সচেতনতা ও সৃজনশীল আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম। এখানে শিল্প, কবিতা ও বিতর্কের মাধ্যমে তরুণরা নিজেদের মত প্রকাশের সুযোগ পাবে।

প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগে অংশগ্রহণ করা যাবে:

গ্রাফিতি অঙ্কন, বিষয়: “ইনকিলাব জিন্দাবাদ”, “জুলাই আন্দোলন” এবং “#JusticeForHadi”। অংশগ্রহণকারীদের পূর্বে করা কাজের ছবি ও স্বত্তাধিকার প্রমাণ জমা দিতে হবে। নতুন কাজের জন্য দেওয়ালের আগের ও পরে অবস্থার ছবি দরকার। টিম ও একক উভয়ভাবে অংশগ্রহণ করা যাবে।

চিত্রাঙ্কন, বিষয়: “ইনকিলাব জিন্দাবাদ”। অংশগ্রহণকারীদের সম্পূর্ণ চিত্র, আঁকার মাঝপথের ছবি ও সাদা কাগজের ছবি জমা দিতে হবে।

কবিতা লিখন, বিষয়: “২৪ এর গণঅভ্যুত্থান” ও “ইনকিলাব জিন্দাবাদ”। নিজের হাতে লেখা কবিতার স্পষ্ট ছবি জমা দিতে হবে।

বারোয়ারী বিতর্ক, বিষয়: “এই আজাদীর কাফেলা তো থামবার নয়…”। একক অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক, স্পিচ টাইম ৪ মিনিট এবং ক্যামেরা চালু রেখে ভিডিও ধারণ করে জমা দিতে হবে।

বয়সসীমা নেই। গ্রাফিতি বিভাগে টিম ও একক উভয়ভাবে অংশ নেওয়া যাবে, কিন্তু অন্যান্য বিভাগে একক অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন শেষ সময়: ১০ মার্চ ২০২৬।

রেজিস্ট্রেশন ফি: নির্ধারিত নেই, তবে ইচ্ছা করলে সহযোগিতার জন্য হাদিয়া পাঠানো যাবে।

হাদিয়া পাঠানোর তথ্য: বিকাশ/নগদ: 01644547079, ব্যাংক হিসাব: 0651101016289, পূবালী ব্যাংক, মেহেরপুর শাখা, হিসাবধারীর নাম: Istiack Ahamed Khan রাউটিং নম্বর: 175570373

মেহেরপুরে পুকুরের পানিতে এক

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [